বদন ব্যদন করি যায় অজগর।
দর্প করিলেন প্রভু সর্প ধরিবার।।
জয় হরি বলরে গৌর হরি বলে।
লম্ফ দিয়া প'ড়ে অজগরে ধ'রে তুলে।।
অতি দর্পে কহে সর্পে 'তোরে ধ'রে নিব।
ওরে ফণী তোর মণি প্রভুপদে দিব।।
ফণীবর পেয়ে ডর তখনি দাঁড়ায়।
সুন্দর কুমার হ'য়ে দৌড়াইয়া যায়।।
ধেয়ে যায় ফণী, হয়ে সুন্দর বালক।
পিছে পিছে ধেয়ে যায় গোস্বামী গোলোক।।
কৃষকেরা হালধরা করিছে দর্শন।
যোগালে রাখালে তারা একাদশ জন।।
বালক সেখানে গিয়া বলে সবাকারে।
'রক্ষা কর তোমরা এ বেটা মোরে মারে।।'
তাহা শুনি কৃষকেরা রুষিয়া উঠিল।
'দাঁড়াও এখানে দেখি কেন বেটা এল।।
আমাদের কাছে তুমি আসিয়াছ হেথা।
তোমাকে মারিবে হেন কাহার যোগ্যতা।।'
তাহা শুনি গোস্বামী আইলেন বাহুড়ী।
উপনীত হ'ল গিয়া লক্ষ্মণের বাড়ী।।
আহারাদি করিলেন লক্ষ্মণের বাসে।
পাগলামী করে ক্ষণকাল বীররসে।।
বীররসে যান ভেসে গোলোক গোঁসাই।
ওড়াকান্দী আসিলেন ঠাকুরের ঠাঁই।।
পুষ্করিণী তীরে হরি বসিলেন এসে।
কিছু দূরে গোলোক নিভৃতে গিয়া বসে।।
প্রভু হরিচাঁদ জিজ্ঞাসিলেন গোলোকে।
'লক্ষ্মণ কেমন আছে কি এসেছ দেখে।।
খনার বচন আছে সাপস্বপ্ন পোনা।
দেখিয়া যে না ফুকারে মুনি সেই জনা।।
অসম্ভব দেখিলে না কহে বিজ্ঞজনে।
মনের মনন কথা থাক্ মনে মনে।।
কি শুনিবে অধিক জানা'ব কিবা আর।
আজ কোন মহাভাগ হইল উদ্ধার।।
শুনিয়াছ ভারত পুরাণ রামায়ণ।
শাপভ্রষ্ট ভবে জন্মে কত মহাজন।।
কোন মহাপুরুষের শাপে কোনজন।
স্থান ভ্রষ্ট হ'য়ে থাকে পর্ব্বত কানন।
যক্ষমুনি শাপে গন্ধকালী ভবে এসে।
কুম্ভীরিণী মুক্তি পেল হনুমান স্পর্শে।।
অদ্য কোন মহাভাগ হইল উদ্ধার।
বহিরঙ্গ লোক মাঝে না কর প্রচার।।
মহাপ্রভু কহিলেন গোলোকের স্থানে।
এ সময়ে যাহারা ছিলেন সন্নিধানে।।
গোস্বামীর পদ ধরি তাহারা জিজ্ঞাসে।
এড়াইতে না পারিয়া গোস্বামী প্রকাশে।।
ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশ রাজা অযোধ্যায়।
ব্রাহ্মণের পাদোদক ভক্তি করি খায়।।
একদিন ভগবান তারে ছলিবারে।
ব্রাহ্মণবেশেতে যান ত্রিশঙ্কুর দ্বারে।।
কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বিপ্র হ'লেন কানাই।
ভাগবতে দ্বাদশ প্রস্তাবে আছে তাই।।
ব্রাহ্মণের পাদোদক হাতে ধরি নিল।
তাঁর মধ্যে ক্লেদ-কীট দেখিতে পাইল।।
ঘৃণা করি না খাইল থুইল মাথায়।
সেই অপারাধে সর্প-যোনী-প্রাপ্ত হয়।।
সেই জন্য কৃষ্ণপদ পাইল মাথায়।
প্রভু কৃষ্ণ ব্রজে কালীনাগ কালীদয়।।
না চিনিয়া ভগবানে করিল দংশন।
মস্তকে চরণ দিল প্রভু জনার্দ্দন।।
অদ্যবধি মস্তকেতে প্রভু-পদ-চিহ্ন।
যদ্যপি সে সর্প তবু ত্রিভুবন মান্য।।
কালীনাগ কৃষ্ণপদ করিয়া ধারণ।
বলে 'প্রভু তোমার যে রাতুল চরণ।।